জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালামের মতবিনিময়

আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম। বুধবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম জানান, জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাজনীতির সাথে আমার সম্পৃক্ততা রয়েছে। আমার রাজনীতির সম্পৃক্তকা ও সাংগঠনিক তৎপরতা বিবেচনা করে মেহেরপুর থেকে আটজন মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনীত করেছেন।

মেহেরপুরের সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা আমার সাথে একযোগে কাজ করছেন। আমরা প্রতিটি ভোটারের দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমি নির্বাচিত হলে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হবে। মেহেরপুর জেলাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগীতা কামনা করে

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে ধরে রাখতে এবং মেহেরপুর জেলাকে একটি উন্নয়নশীল প্রযুক্তি নির্ভর জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার কোন বিকল্প নেই। আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা প্ররিষদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার

প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় শূভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন।

মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রেসক্লাবে জেলা পরিষদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রসুলের মতবিনিময়

আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল। বুধবার দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল বলেন, তৃণমূল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। এবং ভোটারদের ভয় পাওয়া বা সংকোচ প্রকাশের কনো কারণ নেই।

এসয়য় তিনি আরো বলেন, অন্যান ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন । কিন্তু জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দিলেও নৌকা প্রতীক দেয়নি। ফলে সকলেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারছেন।

আমি দলীয় শৃঙখলার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছি। এবারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু

নিরেপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশা রেখে ভোটারদের অভয় দেয়ার জন্য কাউন্সিল করার আহবান জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি। নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হলে আমার বিজয় নিশ্চিত বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর আনারস প্রতীকে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর পক্ষে আনারস প্রতীকে ভোট চান। এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সংসদ নির্বাচনের মতো কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন। তাহলে জেলা পরিষদ এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। ’

সদস্য নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো: ইব্রাহিম খলীল

“দিনবদলের অঙ্গিকার-দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আসছে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য হিসাবে প্রার্থী হয়ে প্রচার-প্রচারনা চালাচ্ছেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি ইব্রাহীম খলীল।

জেলা পরিষদের সদস্য (মিরপুর উপজেলা) হিসেবে টিউবওয়েল প্রতীক পেয়ে দিনরাত ভোটারদের দ্বারেদ্বারে যাচ্ছেন ভোটপ্রার্থনা করছেন। দিচ্ছেন নানা ধরনের আশ্বাস।

মানবসেবা পরম ধর্ম। যারা মানবসেবা করে তারাই প্রকৃত মানুষ। সকল লোভ-লালসা, অর্থ-মোহ, প্রাচুর্যতার ঊর্ধ্বে থেকে আত্নসচেতন ও নিবেদিত ভাবে এলাকাবাসীর সেবা করতে চান ইব্রাহিম খলীল।

মিরপুর পৌরসভাসহ ১৪টি ইউনিয়নে নিয়ে সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন গণমানুষের সেবক, দক্ষ ও নির্ভিক সমাজসেবক, দু:খী মানুষের অতি আপনজন সদালাপী ইব্রাহীম খলীল। তিনি মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

একটি সুস্থ্য সুন্দর পরিবেশে জীবন যাত্রা গড়ার ভূমিকা নিয়ে আগামী দিনে সত্যিকার ভাবে আপাময় ও ভাগ্য বঞ্চিত মানুষের পাশে এবারও দাড়াতে চান তিনি। তিনি তার মেধা-মননশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এলাকার কল্যান সাধনে নিজেকে আত্ননিয়োগ করতে চান। সততা ও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে এলাকার মানুষের সুখে-দু:খে পাশে থাকতে চান তিনি।

তিনি মনে করেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ আজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সৎ, সচেতন ও উদ্যমী নেতৃত্ব অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও দেশনেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবেন বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, জনগন আমাকে নির্বাচিত করলে আমার জনসেবা করার পরিধি আরো ক্রমশ বৃদ্বি পাবে।

জেলা পরিষদের এই সদস্য ইব্রাহীম খলীল এলাকার গরীব, দু:খী, সুবিধা বঞ্চিত লোকজনের সাথে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক রয়েছে। আগামী দিনে লোকজনের পাশে থাকবেন এই আত্নবিশ্বাসে বিভোর হয়ে এলাকাবাসী তার নির্বাচনী এলাকায় প্রচার-প্রচারনায় পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। সবশেষে ইব্রাহীম খলীল তার নির্বাচনী এলাকায় সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে টিউবয়েল মার্কায় এলাকার জনগনের কাছে ভোট চেয়ে সকলের দোয়া কামনা করছেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৭ অক্টোবর দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে জুয়েল প্যানেল জয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে কোটচাঁদপুরের পাঁচলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিদ্যালয়ে এ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল প্যানেল জয়ী হয়েছেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রিজাইটিং অফিসার রতন মিয়া জানান, মোট ভোটার ছিল ৪৭০ জন। এরমধ্যে ভোট পোল হয়েছে ৩৯৮ টি। দুইটি প্যানেলে ১০ জন এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে রয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল প্যানেলের আব্দুল ওহাব,আমিনুল হক,জাকির হোসেন,লিটন আলী বিউর খাতুন।

আর ইউপি সদস্য আশরাফুল আলমের প্যানেলের আনিচুর রহমান, নজির হোসেন,রেজাউল করিম,শামীম হোসেন,কুসসুম বিবি।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় ভোট গ্রহন শুরু হয়। যা চলে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪ ট পর্যন্ত। নির্বাচনে মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েলের পূর্ন প্যানেল জয়ী হয়েছে।

মেহেরপুরে ৩ চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ সকলের মনোনয়ন বৈধ

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে তিন চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ সকল প্রার্থীও মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা।

রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মনোনয়নপত্র বাছাই শেষ রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন। চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হলেন-আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক আলহাজ্ব গোলাম রসুল এবং সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ সদস্য পদে ১৫ জন এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং অফিসার।

সদস্য পদে ১ নম্বর ওয়ার্ড (মুজিবনগর) উপজেলা থেকে জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য আলমাস হোসেন শিলু, আব্দুর রশিদ, আজিমুল বারী, সোহেল রানা, ফেরদৌস আলী এবং আবু হাসান,

২ নং ওয়ার্ড (সদর উপজেলা) জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, আব্দুল কুদ্দুস, রফিকুল ইসলাম এবং

৩ নং ওয়ার্ডে (গাংনী উপজেলা) সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক সদস্য তোফাজ্জল হক, মিজানুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, মাহফুজুর রহমান এবং হাফিজুর রহমানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা

হয়েছে।

সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ড (মুজিবনগর) উপজেলায় সাবেক সদস্য শামীম আরা হীরা, সামিউন বাসিরা পলি, নার্গিস আরা, তকলিমা খাতুন এবং উম্মে সালমা সুলতানার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে।

২ নং ওয়ার্ড (গাংনী) সাবেক সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা মমতাজ কাকলি, মাকসুদা খাতুন এবং শিরিনা আক্তারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং অফিসার।

আগামী ১৭ অক্টোবর জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেলায় মোট ২৯৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

ঝিনাইদহে ৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে চারজন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

এরা হলেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের দুই নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কনক কান্তি দাস, সদর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আনিচুর রহমান খোকা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ও জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন ও সৃজনী বাংলাদেশের (এনজিও) নির্বাহী পরিচালক একে এম হারুন অর রশীদ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চেয়ারম্যান পদে কনক কান্তি দাস রির্টানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক মনিরা বেগমের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ -১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিমসহ বিপুল সংখ্যক নেতা

কর্মি।

একই সময় অপর তিন জন জেলা নির্বাচন অফিসে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাঃ আব্দুস ছালেক খবর নিশ্চিত করেন।

তিনি রাত সাড়ে ৭টার দিকে জানান চেয়ারম্যান সহ ৯টি পদে ভোট গ্রহন করা হবে। সাধারণ মেম্বর পদে ৬ জনের বিপরিতে ২৫ জন এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য দুইটি পদের বিপরিতে ১৩ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। ৬৭ টি ইউনিয়ণ পরিষদ ও ৫টি পৌরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ ভোট দিতে পারেবেন। ঝিনাইদহ পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র কাউন্সিলর সহ ১৩ জনের নাম ভোটার তালিকায় আসেনি। বর্তমান ভোটার ৯৫৪ জন।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সুত্রে জানা গেছে ভোটের আগে গ্যাজেট প্রকাশ হলে সদর পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলরগণ ভোটার হবেন। সেক্ষেত্রে মোট ভোটার হবেন ৯৬৭ জন। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ সেপ্টেম্বর।

দলীয় সুত্রে জানা গেছে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্র থেকে চেয়ারম্যান পদে কনক কান্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামীলীগের দুই বিদ্রোহীসহ ৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে আওয়ামীলীগের দুই বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৩ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া সদস্য পদে ১৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

আওয়ামীলীগ বাদে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতা কর্মী চেয়ারম্যান বা অন্য কোনে পদের প্রার্থী হননি এই নির্বাচনে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ আবু আনছার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী(নৌকা প্রতীক)অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

জমাদানের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে জেলা পরিষদ নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ আবু আনছারের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়ার উদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি শহীদ সাদিক হোসেন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েলসহ দলীয় নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে চেয়ারম্যান পদে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে জেলা পরিষদের সদস্য সাবেক প্রশাসক গোলাম রসুল ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এছাড়া সাধারণ সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ড (মুজিবনগর উপজেলায়) ৬ জন, ২ নং ওয়ার্ড (সদর উপজেলা)৩ জন ও ৩ নং ওয়ার্ড (গাংনী উপজেলা) ৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য ৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সংরক্ষিত নারী সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনা, সাবেক সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, মোখলেছুর রহমান, আব্দুর রশিদ, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান নার্গিস সুলতানা, সাবেক সদস্য সামিউন বাসিরা পলি, গাংনী উপজেলার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা মমতাজ কাকলি।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে জেলা পরিষদ নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ আবু আনছার এর নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন।

রাজনৈতিক মূল্যায়নে নতুন মুখ, পুরাতনের কাল বিদ্রোহী

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাড. আব্দুস সালাম। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি।

দলীয় মনোনয়নে নতুন ২৭ জনের মধ্যে তিনি একজন। ছাত্র রাজনীতি থেকে দলীয় রাজনীতি সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণেই তাকে দল মূল্যায়ন করেছে বলে অভিমত জেলা শীর্ষ নেতাদের। অপরদিকে, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারমান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বিদ্রোহী হওয়ার কারণেই তার কপাল পুড়েছে বলে ধারণা জেলা নেতাদের।

দলের একাধিক নেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় কাল হয়েছে। এছাড়া অ্যাড. আব্দুস সালাম র্দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে মূল রাজনীতির সাথে সক্রিয় হয় কাজ করছেন। তাছাড়া দলীয় সভানেত্রী শেখ

হাসিনা অ্যাড. আব্দুস সালামকে সেই মূল্যায়নই করেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী ছিলেন অ্যাড. মিয়াজান আলী। সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বিদ্রোহী হিসেবে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্তে এবারের জেলা পরিষদ নির্বাচনে কোথাও বিদ্রোহীদের মনোনয়ন দেয়নি। সে হিসেবেই ধারণা করছি তিনি মনোনয়ন পাননি।

এম এ খালেক বলেন, এছাড়া মেহেরপুর জেলা পরিষদে মনোনয়ন পাওয়া নতুন মুখ হিসেবে অ্যাড. আব্দুস সালাম দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে রয়েছেন। তিনি আসলে রাজনীতিতে নতুন নয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ছিলেন আব্দুস সালাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি হিসেবে রাজনীতিতে তার অনেক অবদান রয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিগত কমিটিতে তিনি সদস্য পদে ছিলেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মাঠে ময়দানে সবসময় তিনি দলীয় রাজনীতি চর্চা করেছেন। দলে তার বিরুদ্ধে কখন কোন অভিযোগ উঠেনি। এসকল নানা কারণেই দলীয় প্রধান সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি আরো বলেন, দলীয় মনোনয়ন যিনি পেয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা তাঁর হয়েই কাজ করবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলও আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী হওয়ায় দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়তো তাকে মনোনয়ন দেননি। আর অ্যাড. আব্দুস সালাম ছাত্র রাজনীতি থেকে বেড়ে ওঠা নেতা। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগেরও সহসভাপতি ছিলেন। যার কারণে তার প্রতি সভানেত্রী তাকে মূল্যায়ন করে মনোনয়ন দিয়েছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, মনোনয়ন প্রাপ্ত অ্যাড. আব্দুস সালাম, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলসহ ৯ জন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৯জনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনায় যাকে মনে করেছেন তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছেন। আমরা তাঁর হয়েই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেব।